চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন হেলাল উদ্দিন নিজামী। গত ৪ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে দেওয়া নোটিশের জবাবে তিনি গত রবিবার রাতে ১৭ পৃষ্ঠার একটি চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠিয়েছেন। সেখানে ডিন চবির উপাচার্য ও প্রশাসনের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ করেন।

advertisement

গত ৩ নভেম্বরের চবিতে বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও উপাচার্যের বৈঠকে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ডিন হেলাল উদ্দিন নিজামীর বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ডিন মন্তব্য করেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিরীণ আখতার আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সবকিছুতে অনিয়ম-দুর্নীতি হচ্ছে।' তার এই বক্তব্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়। ওই নোটিশের জবাবে ডিন হেলাল উদ্দিন নিজামী তার বক্তব্যের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা দেন।

advertisement 4

ব্যাখ্যায় তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিরীণ আখতার আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন সেটার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, চবি অ্যাক্ট ১৯৭৩ সেকশন ৬৩ অনুযায়ী উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার দ্রুত সময়ের মধ্যে সব পর্ষদের শূন্য আসন পূরণ করা। এমনকি চবি শিক্ষক সমিতি সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এক মাস সময় বেঁধে দেয়। বর্তমান উপাচার্য দাবি পূরণের জন্য কোনো সিদ্ধান্তই নেননি। শিক্ষক নিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল গায়েবের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি না করে উল্টে উপাচার্য

তাদের সুরক্ষা দেন। এ ছাড়া চবি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ৫টি ফোনালাপ ফাঁস হয়। সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত হয়, নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হবে। কিন্তু উপাচার্য এমন কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি চবির প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত নানা আর্থিক লেনদেনের হেরফের ও দায়বদ্ধতাহীনতার কথা প্রকাশ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সবকিছুতে অনিয়ম হচ্ছে এমন একটি লাইনের ব্যাখ্যায় বলা হয়, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা পদের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। সংগীত বিভাগে প্রায় দুই বছর ধরে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির কোনো সিলেকশন সভা হচ্ছে না। এসব আইনবিরোধী কর্মকা- উপাচার্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণœ করছেন।

ডিনের চিঠি প্রসঙ্গে চবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতারের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করে সংযোগ পাওয়া যায়নি। উপাচার্যের বরাত দিয়ে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এসএম মনিরুল হাসান বলেন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন মূলত স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। অতিরিক্ত সাত দিন বেশি সময় নিয়ে তিনি বলছেন, তিনি (হেলাল নিজামী) প্রমাণ দিতে বাধ্য নন। দুর্নীতির কোনো প্রমাণ নেই। তাই বিভিন্ন মীমাংসিত বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, ওই বিভাগের নিয়োগ আগেই বাতিল করা হয়েছে। অজ্ঞাত কারণে শাস্তি প্রদানসংক্রান্ত কমিটি চার মাস হলেও প্রতিবেদন দেয়নি। এ ছাড়া তিনি উপাচার্যের বাসভবন নিয়ে কথা বলেছেন। ইউজিসির পরামর্শেই একটি টেকনিক্যাল কমিটি ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে।